আয্কার

(দিবা-রাত্রির যিকরসমূহ)

ألا بذكر الله تطمئن القلوب

সূচীপত্র

ইমাম নববী রাহিমাহুল্লাহর ভূমিকা ১১
অনুবাদকের ভূমিকা ১৫
সকল প্রকার প্রকাশ্য ও গোপনীয় আমলে ইখলাস ও উত্তম নিয়তের আদেশ দেয়া হয়েছে ১৮

অধ্যায় : যিকিরের ফযীলত ২৮

যিকিরের ফযীলতের হাদীসসমূহ ২৯
নিদ্রা হতে উঠে যা বলতে হয় ৪১
পোশাক পরিধান করার সময় যা বলতে হবে ৪৪
যখন কেউ কোনো নতুন পোশাক বা জুতা বা এই জাতীয় কিছু পরিধান করবে তখন যা বলবে ৪৫
পোশাক এবং জুতা পরিধান করা ও খোলার নিয়ম ৪৭
গোসল করার জন্য বা ঘুমের জন্য যখন পোশাক খোলা হয় তখন যা বলতে হবে ৪৮
বাড়ী থেকে বের হওয়ার সময় যা বলবে ৪৯
ঘরে প্রবেশ করার সময় যা বলতে হয় ৫০
যদি কেউ রাতে ঘুম থেকে উঠে বাড়ির বাইরে যায় তখন সে যা বলবে ৫৩
যখন পায়খানা বা প্রসাবখানায় প্রবেশ করতে ইচ্ছা করবে তখন যা বলবে ৫৫
পায়খানা ও প্রস্রাবখানায় যিকির করা নিষেধ ৫৬
পায়খানা বা প্রস্রাবরত ব্যক্তিকে সালাম দেয়া নিষেধ: ৫৭
পেশাব-পায়খানা থেকে বের হলে যা বলবে ৫৭
যখন ওযু ও গোসলের পানি ঢালতে শুরু করবে তখন যা বলবে ৫৭
ওযু করার সময় যা বলবে ৫৭
গোসল করার সময় যা বলতে হবে ৫৯

তায়াম্মুমকারী যা বলবে ৫৯
মসজিদের দিকে যখন যাত্রা শুরু করবে তখন যা বলবে ৫৯
মসজিদে প্রবেশ করার ও বের হওয়ার সময় যা বলতে হবে ৬১
মসজিদে ঢুকে যে আমল করতে হবে ৬২
যে মসজিদে বেচাকেনা করে বা হারানো জিনিস খোঁজ করে তাকে নিষেধ করা ও তার জন্য বদ দোয়া করা ৬৪
আযান দেয়ার ফযীলত ৬৫
আযানের পদ্ধতি ৬৭
ইকামত দেয়ার পদ্ধতি ৬৭
আযান ও ইকামত শোনার পর যা বলতে হবে ৬৯
আযানের পর দোয়া ৭৩
ফজরের দু' রাকাত সুন্নাতের পর যা বলতে হবে ৭৪
কাতারে দাঁড়ানোর সময় যা বলবে ৭৫
সালাতে দাঁড়ানোর সময় যা বলবে ৭৫
ইকামতের সময় কি দোয়া পড়তে হবে ৭৬
সালাত শুরু করার পর যা বলবে: ৭৬
তাকবীরে তাহরিমা ৭৬
তাকবীরে তাহরিমার পর যা বলবে ৭৭
সালাত শুরুর পর 'আউযুবিল্লাহ' পড়া ৮১
রুকুর যিকিরসমূহ ৮৮
সেজদার যিকিরসমূহ ৯৪
সেজদা থেকে মাথা উত্তোলন করে এবং দু' সেজদার মধ্যে বসার সময় যা বলতে হবে ৯৮
দ্বিতীয় রাকাতের যিকিরসমূহ ৯৯
দোয়ায়ে কুনুত (সকালে ও বিতরে) ১০০
সালাতে তাশাহ্হুদ (আত্তাহিয়াতু) পড়া ১০৪
তাশাহ্হুদ শেষে নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের

ওপর দুরূদ পড়া ১০৮
দ্বিতীয় তাশাহ্হুদের পর দোয়া করা ১০৯
সালাত শেষ করার জন্য সালাম দেয়া ১১২
সালাতে রত ব্যক্তির সাথে কেউ কথা বললে যা করবে ১১৩
সালাত শেষে কী কী যিকির করতে হবে ১১৩
ফজরের সালাতের পর যিকির করার জন্য উৎসাহ দেয়া ১২১
সকালে ও সন্ধ্যার যিকির ১২৪
জুম'আর দিন সকালে যা বলতে হবে ১৪২
সূর্য উঠে যাওয়ার পর যা বলতে হবে ১৪৩
সূর্য স্থির হয়ে যাওয়ার পর (মধ্য আকাশে আসলে) যা বলবে ১৪৪
সূর্য ঢলে যাওয়ার পর আসরের ওয়াক্ত পর্যন্ত যা বলতে হবে ১৪৫
আসরের পর হতে সূর্য অস্ত যাওয়া পর্যন্ত যা বলতে হবে ১৪৬
মাগরিবের আযান শুনলে যা বলবে ১৪৭
মাগরিবের সালাতের পর যা বলবে ১৪৭
বিতরের সালাতে কী সূরা পড়তে হবে এবং তারপর কী বলতে হবে? ১৪৮
যখন ঘুমাতে ইচ্ছা করবে এবং বিছানাতে শয়ন করবে তখন কী বলবে ১৪৯
আল্লাহর যিকির ব্যতীত ঘুমানো মাকরূহ ১৬২
রাত্রে ঘুম হতে জাগ্রত হলে এবং তারপরে আবার নিদ্রা যেতে চাইলে যা বলবে ১৬৩
যদি বিছানায় ছটফট করে আর ঘুম না আসে তখন যা বলবে ১৬৬
যদি ঘুমের মধ্যে ভয় পায় তবে যা বলবে ১৬৭
স্বপ্নে ভালো বা মন্দ কিছু দেখলে যা বলবে ১৬৮
যদি কাউকে কোনো স্বপ্নের কথা বলা হয় তখন সে যা বলবে ১৭০
অর্ধরাত্রের পর দোয়া ও ইসতেগফারের জন্য উৎসাহ প্রদান ১৭০
আল্লাহ পাকের সুন্দর ও পবিত্র নামসমূহ ১৭২

কুরআন তিলাওয়াত এর আদবসমূহ ১৭৫
অনুচ্ছেদ: খতমের নিয়মাবলি ১৭৮
আল্লাহর হামদ (প্রশংসা) ১৮৯
রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর দুরূদের অধ্যায় ১৯৩
কীভাবে নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর দুরূদ পড়তে হবে? ১৯৭
আল্লাহ হামদ ও নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ওপর দুরূদ পড়ে শুরু করা: ১৯৭
নবীদের ওপর এবং তাদের আহলদের ওপর দুরূদ পড়া ১৯৮
ইস্তেখারার দোয়া ১৯৯

আল্লাহ্ পাকের নিকট তৌফিক ও তাঁর নৈকট্য ও সহায়তা চাচ্ছি। আর চাচ্ছি হিদায়াত, হিফাযত ও আমি যে ভালো কার্যের নিয়ত করেছি তাতে সহায়তা এবং সর্বাবস্থায় সব ধরনের দয়ার এবং আর আমাকে ও আমার ভালোবাসার সাথীদেরকে সম্মানিত স্থানে (জান্নাতে) একত্র করার। আর আমার জন্য আল্লাহ্ পাকই যথেষ্ট আর তিনিই হচ্ছেন সর্বোত্তম দেখাশুনাকারী। আর আমার কোনো ক্ষমতা নেই কিছু করার আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জত ব্যতীত, যিনি হিকমতওয়ালা পরাক্রমশালী। আল্লাহ যা চান তাই হবে, তিনি ছাড়া কারো কোনো কিছু করার ক্ষমতা নেই। তাই আল্লাহ পাকের ওপর ভরসা করছি। আর তাঁকেই আঁকড়ে ধরছি। তাঁর নিকটেই সাহায্য চাচ্ছি। আর আমার সমস্ত আমল আল্লাহ পাকের হাতে সোপর্দ করছি। আর আল্লাহ পাকের নিকট হিফাযতের জন্য বন্ধক রাখছি আমার দীন, আমার জান, আমার আব্বা, আমার ভাই ব্রাদার, আমার প্রিয়জনকে আর ঐ সমস্ত ব্যক্তিদের যারা আমার ওপর এহ্সান করেছেন এবং সকল মুসলিমদের এবং ঐ সমস্ত ব্যক্তিদের যারা আমাকে সাহায্য করেছেন এবং তাদেরকেও যারা সাহায্য করছেন আখেরাত ও দুনিয়াবী কাজের জন্য। কারণ যখন আল্লাহ সুবহানার নিকট কোনো জিনিসকে গচ্ছিত রাখা হয় তিনি তার হিফাযত করেন খুবই উত্তমভাবে।

-মহিউদ্দিন আবু জাকারিয়া ইয়াহইয়া ইবন সরাফ আন্নবভী

অনুবাদকের ভূমিকা

اِنَّ الْحَمْدَ لِلّٰهِ نَحْمَدُهُ وَ نَسْتَعِيْنُهُ وَ نَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوْذُ بِاللهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَ مِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يَّهْدِهِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُّضْلِلْ فَلَا هَادِىَ لَهُ وَ اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ ـ وبعد

নিশ্চয় সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য। আমরা তাঁর প্রশংসা করছি, তাঁর নিকট সাহায্য প্রার্থনা করছি এবং গুনাহ হতে মাফ চাচ্ছি। তাঁর নিকট আরও আশ্রয় চাচ্ছি আমাদের নফসের এবং আমলের খারাবী হতে। যাকে আল্লাহ পাক হিদায়াত দান দেন কেউ তাকে পথভ্রষ্ট করতে পারে না। আর আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া সত্যিকারের কোনো মা'বূদ নেই। তিনি এক এবং তাঁর কোনো শরীক নেই। আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, নিশ্চয় মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর বান্দা ও রাসূল।

আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ পাকের অনেক বড় মেহেরবাণী, তাঁর নিয়ামতের শুকরিয়া জানিয়ে শেষ করতে পারছি না। ব্যক্তিগত জীবনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় হতে পানি সম্পদ কৌশলে ডিগ্রী প্রাপ্ত ইঞ্জিনিয়ার আমি। দেশে থাকতে দীনের মেহনতের সাথে বেশ ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিলাম। কিন্তু যখনই আরও ভিতরে প্রবেশ করতে শুরু করলাম ততই এটা স্পষ্ট হয়ে উঠতে শুরু করল। আমার সামনে যে দীন বুঝা ও শেখা দরকার, তা না হলে দাওয়াতে অনেক ভুল-ভ্রান্তি আসতে পারে। তারপর আরবী শেখার জন্য খুবই চেষ্টা করি কিন্তু দেশে যে পদ্ধতিতে শেখানো হয় তা আমাকে আরবী শেখা হতে বিমুখ করে ফেলে। যা-ই হোক আল্লাহ পাক মেহেরবানী করে আমার ইচ্ছাকে পূরণ করেছেন। মক্কা শরীফে এসে এখানকার উম্মুল কূরা বিশ্ববিদ্যালয়ে আরবী ভাষা শিক্ষা করার সুযোগ দিয়েছেন এবং তারপর দাওয়াতের বিভাগে আকীদা ও দীনের শাখায় আজ

'আলাইহি ওয়াসাল্লামের দিকে তবে তার হিজরত পরিগণিত হবে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি। আর যার হিজরতে নিয়ত হবে দুনিয়া অর্জন করা বা কোনো মহিলাকে বিবাহ করা, তার হিজরত ঐ দিকেই পরিগণিত হবে যার দিকে সে হিজরত করেছে।[৬]

ব্যাখ্যা: ইমাম নববী রাহিমাহুল্লাহ এই হাদীসের ব্যাখ্যায় বলেন: এটা ঐ সমস্ত হাদীসের একটি যার ওপর ইসলামের ভিত্তি। প্রথম যমানার ও পরের যমানার আলেমগণ এই হাদীস দিয়ে তাদের বই লেখা শুরু করতেন। ইবন আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহুমা বলেন: মানুষের আমল ততটুকুই রক্ষা পাবে বা কবুল হবে যতটা তার নিয়ত ঠিক হবে।

কাজী ইয়াদ্ব রাহিমাহুল্লাহ বলেন: মানুষের প্রশংসা বা নিন্দা শোনার ভয়ে কোনো নেক আমল করা হতে বিরত থাকা রিয়া বা লোক দেখানো কাজ। আর মানুষকে খুশী করার জন্য কোনো আমল করা শিরক বা অংশীদারী। ইখলাস হচ্ছে উপরোক্ত ঐ দুই জিনিস থেকে বাঁচার নাম।

ইমাম হুযাইফা রাহিমাহুল্লাহ বলেন: ইখলাস হলো: বান্দার আমল প্রকাশ্যে ও গোপনে সর্বাবস্থাতেই একই রকম হবে।

ইমাম কুশাইরী রাহিমাহুল্লাহ বলেন: ইখলাস হচ্ছে সর্বাবস্থাতেই আল্লাহ তা'আলার সান্নিধ্য অন্বেষণ করা। যে ব্যক্তি লোক দেখানোর জন্য কোনো আমল করবে এবং মানুষের প্রশংসা কুড়াবে এবং মানুষের প্রশংসা পেতে উৎসুক হবে তাতে কোনো ইখলাস থাকবে না।

সোহাইল তসতরী রাহিমাহুল্লাহ বলেন: ইখলাস হলো বান্দার নড়াচড়া বা নিশ্চুপ থাকা প্রকাশ্য স্থানে বা গোপনে হবে শুধুমাত্র আল্লাহ তা'আলার জন্য। এর মধ্যে তাঁর নফস নিয়ত বা খাহেশাত বা দুনিয়ার কোনো জিনিস যুক্ত হবে না।

এটা অত্যন্ত জরুরী যে, যার কাছে যিকির করার আদব-কায়দা আমলের কোনো ফযিলত পৌঁছে অবশ্যই তার আমল করা দরকার, যদিও জীবনে একবার হোক না কেন। কোনো অবস্থাতেই তাকে একেবারে ছেড়ে দেয়া উচিত নয়। বরং তার সাধ্যমত যতটা পারে ততটা আমল করবে। কারণ

৬. সহীর বুখারী: ০১; সহীহ মুসলিম: ১৯০৭।

নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন:

إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ

“যদি আমি তোমাদের কোনো বিষয়ে আদেশ করি তবে অবশ্যই তোমরা সাধ্যমত তা পালন করতে চেষ্টা কর।”[৭]

অনুচ্ছেদ: হাদীস বিশারদ ও ফিকাহবিদ আলেম এবং অন্যান্য আলেমদের মত হলো, দুর্বল হাদীসের ওপর আমল করা তরগীব (উৎসাহ) ও তরহীব (ভয় দেখান) এর ব্যাপারে জায়েয এবং মুস্তাহাব।

তবে তাতে শর্ত হলো প্রথমতঃ তার সমর্থনে কোনো সহীহ হাদীস থাকতে হবে। দ্বিতীয়ত ঃ তাকে সহীহ বলে ধারণা না করা বরং হতে পাওে তা রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন বা বলেননি। তৃতীয়তঃ তা মনগড়া বা বানোয়াট হাদীস হতে পারবে না।

তবে আহকামের ক্ষেত্রে যেমন: হালাল, হারাম, বেচাকেনা, বিবাহ, তালাক বা এই জাতীয় ক্ষেত্রে সহীহ বা হাসান হাদীস ব্যতীত দুর্বল হাদীস গ্রহণযোগ্য নয়।

অনুচ্ছেদ: যেমন যিকির করা মুস্তাহাব, তেমনি যিকিরের হালকাতে (বা দলে) বসাও মুস্তাহাব।

মুয়াবিয়া রাদ্বিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত আছে: একবা রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘর থেকে বের হয়ে সাহাবীদের এক হালকার নিকট আসেন এবং তাদের বলেন:

مَا أَجْلَسَكُمْ؟ قَالُوا: جَلَسْنَا نَذْكُرُ اللهَ وَنَحْمَدُهُ عَلَى مَا هَدَانَا لِلْإِسْلَامِ، وَمَنَّ بِهِ عَلَيْنَا، قَالَ: آللهِ مَا أَجْلَسَكُمْ إِلَّا ذَاكَ؟ قَالُوا: وَاللهِ مَا أَجْلَسَنَا إِلَّا ذَاكَ، قَالَ: أَمَا إِنِّي لَمْ أَسْتَحْلِفْكُمْ تُهْمَةً لَكُمْ، وَلَكِنَّهُ أَتَانِي جِبْرِيلُ فَأَخْبَرَنِي، أَنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يُبَاهِي بِكُمُ الْمَلَائِكَةَ

“কেন তোমরা এখানে বসে আছ? তখন তারা বললেন: আমরা আল্লাহ

৭. সহীহ বুখারী: ৭২৮৮; সহীহ মুসলিম: ১৩৩৭।

অনুচ্ছেদঃ যেখানে বসে যিকির করবে ঐ জায়গা নিরিবিলি পাক হলে উত্তম হয়। কারণ তাতে যিকিরের বড়ত্বের প্রতি সম্মান করা হয়। সেজন্য মসজিদ এবং উত্তম জায়গায় বসে যিকির করার তাকীদ দেয়া হয়েছে। যিকিরের পূর্বে মিসওয়াক দ্বারা মুখও পরিষ্কার করা উচিত। যদি মুখে দুর্গন্ধ থাকে তবে যিকির করা মাকরূহ হবে।

অনুচ্ছেদঃ সমস্ত অবস্থায় যিকির করা উত্তম, তবে ঐ সমস্ত অবস্থায় যেখানে শারী'আতের নিষেধ রয়েছে সেখানে তা করা থেকে বিরত থাকাই উত্তম। যেমন পায়খানা ও প্রস্রাব করার সময় এবং স্ত্রী সহবাস করার সময়, খুতবা শুনার সময় সালাতে, দাঁড়ানোর সময় এবং তন্দ্রা অবস্থায়। রাস্তায় এবং গোসল করার যে বিশেষ জায়গা ছিল আগের যমানায় (হাম্মাম) তাতেও যিকির করা যেতে পারে।

অনুচ্ছেদঃ যিকিরের আসল উদ্দেশ্য হলো অন্তরকে জাগরিত রাখা। আর একেই উদ্দেশ্য বানিয়ে তা অর্জনের জন্য চেষ্টা করা প্রয়োজন। আর যে সমস্ত যিকির করা হয় তাকে বুঝতে চেষ্টা করা। কুরআনে পাকের অর্থ বুঝতে যেমন চেষ্টা করা দরকার তেমনি যিকিরেরও। এজন্য "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ"তে 'লা'কে টেনে পড়াই হচ্ছে মুস্তাহাব; কারণ তাতে তার অর্থ বোধগম্য হয় এ ব্যাপারে আগের যমানার আলেমদের বহু মত বা ফতোয়া পাওয়া যায়।

অনুচ্ছেদঃ যে ব্যক্তির রাতে বা দিনের কোনো অংশে, অথবা সালাতের শেষে বা যেকোনো অবস্থায় যিকির করার নির্দিষ্ট ওজিফা বা অভ্যাস আছে এবং তার কোনোটা যদি কোনো কারণবশতঃ বাদ পড়ে যায় তবে তার উচিত তাকে খেয়াল করা এবং যদি সম্ভব হয় তবে অন্য কোনো সময় তাকে আদায় করা। এ ব্যাপারে অলসতা করা উচিত নয়। ফলে এভাবে যদি আদায় করতে থাকে তখন কখনও আর তা বাদ পড়ার সম্ভাবনা থাকবে না। আর যদি কাযা আদায় করাতে অলসতা করে তবে এগুলোর নির্দিষ্ট সময়ে আদায় করার ব্যাপারে তার মধ্যে অলসতা এসে যাবে।

'উমার রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত আছে, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন:

مَنْ نَامَ عَنْ حِزْبِهِ، أَوْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ، فَقَرَأَهُ فِيمَا بَيْنَ صَلَاةِ الْفَجْرِ، وَصَلَاةِ

الظُّهْرِ، كُتِبَ لَهُ كَأَنَّمَا قَرَأَهُ مِنَ اللَّيْلِ

"যে তার নির্দিষ্টকৃত যিকির শেষ করার পূর্বেই বা তার কিছু অংশ বাদ থাকতেই ঘুমিয়ে পড়ে তারপর যদি তাকে ফজর ও জোহরের সালাতের মধ্যে আদায় করে তবে সে যেন তাকে রাত্রিতেই আদায় করল বা পড়ল।"[১৪]

অনুচ্ছেদঃ জেনে রাখা দরকার যে, দিন ও রাত্রের চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে কী কী আমল করা দরকার তার ওপর বড় বড় আলেমগণ বহু সুন্দর সুন্দর কিতাব রচনা করেছেন। তার মধ্যে উত্তম কিতাব হলো ইমাম নাসায়ী কর্তৃক **عمل اليوم والليلة** নামক পুস্তকটি। তাদের মধ্যে সবচেয়ে উত্তম এবং দরকারী এবং প্রয়োজনীয় বই হচ্ছে ইমাম ইসহাক ইবন কর্তৃক **عمل اليوم والليلة** বইটি।

ইমাম নববী বলছেন: আমি আমার উস্তাদ খালেদ ইবন ইউসুফ থেকে উক্ত কিতাবটির আদ্যোপান্ত শ্রবণ করেছি। তা ছাড়া আমি (ইমাম নববী) বুখারী, মুসলিম, আবু দাউদ, তিরমিযী ও নাসায়ী প্রভৃতি কিতাব থেকেও বেশির ভাগ যিকিরকে উপস্থাপন করেছি। এগুলো ছাড়াও মুয়াত্তা মালেক, মুসনাদে ইমাম আহমাদ, আবু আওয়ানা, ইবন মাজাহ, দারকুতনী, বাইহাক্বী বা অন্য হাদীসের সংকলন থেকে বহু যিকির এই বইতে সংযুক্ত করেছি।

অনুচ্ছেদঃ জেনে রেখো, এই বইতে আমি যে সমস্ত হাদীস সংকলিত করেছি তাদের উপরোক্ত যেকোনো কিতাব থেকে এনেছি তা উল্লেখ করেছি। তারপর যদি কোনো হাদীস সহীহ বুখারী বা মুসলিমের হয় তবে শুধু তাদের নাম উল্লেখ করেছি কারণ এদের মধ্যে সনদযুক্ত যত হাদীস আছে সবই সহীহ। এগুলো ছাড়া অন্যান্য যে সমস্ত কিতাব থেকে আমি হাদীসসমূহ সংকলন করেছি বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই বর্ণনা করেছি এটা কি সহীহ, না হাসান, নাকি যঈফ বা দুর্বল।

জেনে রেখো, বেশির ভাগ হাদীসই আমি আবু দাউদ থেকে সংকলন করেছি। কারণ ইমাম আবু দাউদ বলেছেন: "আমার এই কিতাবে আমি সহীহ বা ঐ পর্যায়ের হাদীসকে বর্ণনা করেছি। যদি তাতে কোনো অতিরিক্ত দুর্বল হাদীস থেকে থাকে তাকে স্পষ্টভাবে বলে দিয়েছি। আর যদি কোনো

১৪. সহীহ মুসলিম: ৭৪৭।

আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন:

يُسَبِّحُوْنَ الَّيْلَ وَ النَّهَارَ لَا يَفْتُرُوْنَ

"তারা (ফেরেশতারা) দিন-রাত তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে, তারা ক্লান্তও হয় না।"[১৮]

যিকিরের ফযীলতের হাদীসসমূহ

১নং হাদীস

আবু হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহু বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

كَلِمَتَانِ خَفِيفَتَانِ عَلَى اللِّسَانِ، ثَقِيلَتَانِ فِي الْمِيزَانِ، حَبِيبَتَانِ إِلَى الرَّحْمَنِ، سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ، سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ

"দু'টি বাক্য বলা খুবই সহজ কিন্তু মীজানের পাল্লায় ভারী। আর তা আল্লাহ তা'আলার কাছে খুবই পছন্দনীয়। তা হলো 'সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি, সুবহানাল্লাহিল আজীম'।"[১৯]

এই হাদীসটি সহীহ বুখারী সর্বশেষ হাদীস।

২নং হাদীস

আবু যর গিফারী রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহু বলেন, আমাকে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন:

أَلَا أُخْبِرُكَ بِأَحَبِّ الْكَلَامِ إِلَى اللهِ؟ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ أَخْبِرْنِي بِأَحَبِّ الْكَلَامِ إِلَى اللهِ، فَقَالَ: إِنَّ أَحَبَّ الْكَلَامِ إِلَى اللهِ: سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ

"আমি কি তোমাকে জানাব না, আল্লাহ তা'আলার নিকট সবচেয়ে পছন্দনীয় কোনো যিকির বা কথা? আল্লাহ তা'আলার কাছে সর্বোত্তম বাক্য হলো

---

১৮. সূরা আম্বিয়া: ২০।

১৯. সহীহ বুখারী: ৬৪০৬; সহীহ মুসলিম: ২৬৯৪।

'সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি'।"[২০]

অন্য বর্ণনায় আছে, তাঁকে প্রশ্ন করা হয়- সর্বোত্তম কথা কী? উত্তরে নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: যা আল্লাহ তা'আলা তাঁর ফেরেশতাগণের জন্য নির্ধারিত করেন অথবা তাঁর খাস বান্দাদের জন্য। (তা হলো উপরের যিকিরটা)

৩নং হাদীস

সামুরা ইবন জুনদুব রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহু বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

أَحَبُّ الْكَلَامِ إِلَى اللهِ أَرْبَعٌ: سُبْحَانَ اللهِ، وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَاللهُ أَكْبَرُ. لَا يَضُرُّكَ بِأَيِّهِنَّ بَدَأْتَ

"আল্লাহ তা'আলার কাছে ৪টি বাক্য সবচেয়ে বেশি পছন্দনীয়: (১) সুবহানাল্লাহ (আল্লাহ পবিত্র), (২) ওয়াল হামদুলিল্লাহ (আল্লাহর জন্য সকল প্রশংসা), (৩) ওয়ালা ইলাহা ইল্লাল্লাহ (আল্লাহ ছাড়া সত্য কোনো মা'বূদ নেই), (৪) ওয়াল্লাহু আকবার (আল্লাহ সর্বাপেক্ষা মহান)।"[২১]

৪নং হাদীস

আবু মালেক আশ'আরী রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহু নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন:

الطُّهُورُ شَطْرُ الْإِيمَانِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ تَمْلَأُ الْمِيزَانَ، وَسُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ تَمْلَآنِ أَوْ تَمْلَأُ مَا بَيْنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ

"পবিত্রতা ঈমানের অর্ধাংশ। আর 'আলহামদু লিল্লাহ' মানুষের আমলের

২০. সহীহ মুসলিম: ২৭৩১।

২১. মুসলিম: ২১৩৭; সুনানে ইবন মাজাহ: ৩৮১১; ইবন আবী শাইবাহ: ২৯৮৬৮; আবু দাউদ: ৪৯৫৮; আহমাদ: ২০১০৭; মু'জামুল আওসাত: ৭৭১৮; সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী: ১৯৩১০; শু'আবুল ঈমান: ৫৯৪; ইবন হিববান: ৮৩৬; আল কালিমুত্ব ত্বইয়্যিব: ১০; সহীহ আত্ তারগীব: ১৫৪৬; সহীহ আল-জামি': ৮৭৪।